সংবাদ

তারিখ ... 17 SEP 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৫ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস কাল

পূরণ হচ্ছে না ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ হচ্ছে না। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার পূরণও অনিশ্চিত। এরই মধ্যে আগামীকাল শনিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করছে সরকার। এবার সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় রাখা হয়েছে, 'সাক্ষরতা ও শান্তি'।

দিবসটি উদযাপনের প্রস্তুতি উপলক্ষে গতকাল সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৯ সালের জরিপ অনুযায়ী বর্তমানে দেশে তিন কোটি ৭৩ লাখ নিরক্ষর লোক আছে। এই সরকারের আমলে বিভিন্ন পদক্ষেপ বিশেষ করে সারাদেশে ৮৪টি শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা, আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা, জীবনমুখী শিক্ষা চালু এবং পিছিয়ে পড়া গ্রামগুলোতে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ৬০-৭০ লাখ নিরক্ষর লোককে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে বলেও তিনি জানান। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নির্বাচনী

নিরক্ষরমুক্ত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

নিরক্ষরমুক্ত :: দেশ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ইশতেহার অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ঘোষণা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না জানিয়ে মোতাহার হোসেন বলেন, এই সরকারের সময় নিরক্ষরতা পুরোপুরি দূর করা সম্ভব হবে না। তবে আমরা একটি ট্র্যাকে পৌঁছাতে চাই।

বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার হলো ৫৯ দশমিক ৮২ ভাগ- এমন তথ্য জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই সরকার দায়িত্ব নেয়ার আগে ৭৭-৭৮ ভাগ লোক স্কুলে আসত। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুলগামী শিশুর ভর্তির হার ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এদের মধ্যে ৯২ শতাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে। তবে মিড-ডে মিল চালু থাকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার ৯৬ শতাংশ। তিনি বলেন, নিরক্ষর ও বয়স্ক লোকদের স্কুলে আনা খুবই কঠিন। যারা স্কুল ছেড়ে চলে গেছে তাদের স্কুলমুখী করাও কঠিন কাজ।

রাজধানীর বিভিন্ন বস্তিসহ সারাদেশে বিপুলসংখ্যক পথশিশু এখনও স্কুলের বাইরে কেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার এখনও ৯২ ভাগের কম হবে না। সর্বোচ্চ ৬-৭ শতাংশ শিশু এখন বিদ্যালয়ের বাইরে থাকতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে একটি র‍্যালি বের করবে সরকার। এরপর সকাল ১০টায় রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন।

প্রতিমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রণীত 'মৌলিক সাক্ষরতা (৬৪ জেলা)' প্রকল্প প্রস্তাব বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানসহ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা দেয়া হবে। এছাড়া নিরক্ষরতা দূর করতে আরও কিছু বড় প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ। ২০০০ সালে এই হার ছিল ৫২ দশমিক ৮ শতাংশ। বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার বয়স্ক (১৫ বছরের বেশি) ৫৯ দশমিক ০৭ শতাংশ এবং ৭ বছর ও এর বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক আলমগীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।